عيد سعيد

দাওয়াত অফিস আল-মাজমাআর পক্ষ হতে

ঈদের সওগাত

বেরাদারানে ইসলাম!

আসসালামু আলাইকুম অরাহমাতুল্লাহি অবারাকা-তুহ!

ঈদুল ফিতরের আগমনে আপনাকে আমরা মোবারাকবাদ জানাই এবং বলি, তাক্বাব্বালাল্লা-হু মিন্না অমিনক' (আল্লাহ আমাদের এবং আপনার রোযা কবুল করুন।) আশা রাখি আপনি আমাদের এই ঈদের উপহার সাদরে গ্রহণ করবেন। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা যে, এই উপহার আপনার জন্য এবং সর্বস্থানের মুসলমানের জন্য ফলপ্রসূ হোক।

জ্ঞাতব্য যে, ঈদ বলা হয় - যাকে আচার ও প্রথারূপে পালন করা হয় এবং বারবার তা ফিরে আসে। এই ঈদ বা পর্ব প্রত্যেক জাতির নিকট পরিচিত। ইয়াহুদ, নাসারা এবং পৌত্তলিক প্রভৃতিদের নিকটেও ঈদ পালিত। কারণ, পর্ব উদ্‌যাপন করা মানুষের এক প্রকৃতিগত আচরণ।

কিন্তু মুসলিমের জন্য রয়েছে মাত্র দুটি ঈদ। যার কোন তৃতীয় নেই। ঈদুল-ফিতর ও ঈদুল-আযহা। সুনানে আবু দাউদ ও নাসাঈতে সহীহ সনদ দ্বারা বর্ণিত, হযরত আনাস ﷺ বলেন, মহানবী ﷺ মদীনায় আগমন করলে দেখলেন, মদীনাবাসীরা দুটি ঈদ পালন করছে। তা দেখে তিনি বললেন, (জাহেলিয়াতে) তোমাদের দুটি দিন ছিল যাতে তোমরা খেলাধূলা করতে। এক্ষণে ঐ দিনের পরিবর্তে তোমাদেরকে দুটি উত্তম দিন প্রদান করেছেন; ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার দিন।' যার জন্য আরবী কবি বলেছেন,

'জ্ঞানীর নিকট দুটিই ঈদ, তৃতীয় নাই যার
পালন কর যদি চাহ কিয়ামতে পার।
ঈদুল ফিতর ঈদুল আযহা, নাই কোন আর ঈদ,
করলে বেশী, হবে নবীর পথ হতে অপসৃত।'

ভাই মুসলিম!

জীবনের সকল কর্মে রসূল ﷺ এর অনুসরণ করাতেই আমাদের সার্বিক মঙ্গল রয়েছে। এই জন্য ঈদের রাত ও দিনে কি বলা ও করা মুস্তাহাব তার কিছু বিষয় আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া আমরা ভালো মনে করছি। আর সংক্ষিপ্তভাবে তা নিম্নরূপ ঃ-

❁ তকবীর ঃ-

ঈদের রাতের (শেষ রমযানের) সূর্যাস্তর পর থেকে ঈদের নামায পড়া পর্যন্ত তকবীর বলা বিধেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

অর্থাৎ-যাতে তোমরা (নির্ধারিত দিনের রোযার সংখ্যা) পূর্ণ করতে পার। আর তোমাদের যে বিষয়ে আল্লাহ পথ-নির্দেশ করেছেন তার উপর তোমরা তাঁর তকবীর পাঠ কর ও যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। *(সূরা বাক্বারাহ ১৮৫ আয়াত)*

ইবনে মসঊদ এ তকবীরে বলতেন,

(اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ، اللهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُّ، اللهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا)

'আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার অলিল্লাহিল হাম্‌দ। আল্লা-হু আকবার অ আজাল্ল, আল্লাহু আকবার আলা মা হাদা-না।'

পুরুষদের জন্য মসজিদে, বাজারে ও ঘরে আল্লাহর মাহাত্ম্য তাঁর ইবাদত ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে এই তকবীর উচ্চস্বরে পড়া সুন্নত।

❁ ঈদের নামাযের জন্য মসজিদ ছেড়ে ঈদের ময়দানে বের হওয়া।

❁ ফিতরার যাকাতঃ-

আল্লাহ আপনার উপর ফিতরার যাকাত ফরয করেছেন। এই ফিতরা অসার কার্যকলাপ ও অশ্লীলতাদি থেকে রোযাদারকে বিশুদ্ধ করে এবং গরীবদের জন্য ঈদের আহার হয়। যা প্রত্যেক মুসলিম ছোট-বড় পুরুষ নারী, স্বাধীন-পরাধীন সকলের তরফ হতে মাথা পিছু ১ সা' (মোটামুটি আড়াই কেজি) যব খেজুর, পনীর, কিসমিস, চাল অথবা অন্যান্য (প্রধান) খাদ্য আদায় করতে হবে। এই ফিতরা আদায়ের উত্তম সময়, ঈদের নামাযের পূর্বক্ষণ। অবশ্য ঈদের এক অথবা দু'দিন পূর্বেও আদায় করা বৈধ। বিনা ওযরে ঈদের নামাযের পর আদায় করা বৈধ নয়। করলে তা ফিতরা বলে গণ্য হবে না। ফিতরার মূল্য আদায় করা বৈধ ও যথেষ্ট নয়। যেহেতু তা রসূল ﷺ এর নির্দেশের পরিপন্থী। আর ফিতরা মানুষের খাদ্যদ্রব্য হতে হবে। সুতরাং তিনি যা নির্দিষ্ট করেছেন তা ছাড়া অন্য জিনিস যেন না হয়। আর সঠিক গরীব ও মিসকিন অনুসন্ধান করে তা প্রদান করা ওয়াজেব।

❁ ঈদের পূর্বে গোসল।

(কেবল) পুরুষরা সেন্ট্ বা আতর ব্যবহার করবেন। মুঅত্তা ইত্যাদি গ্রন্থে শুদ্ধভাবে প্রমাণিত যে, আব্দুল্লাহ বিন উমর ﷺ ঈদুল ফিতরার দিন ঈদগাহে বের হওয়ার পূর্বে গোসল করতেন। সায়েব বিন ইয়াযীদ এবং সাঈদ বিন জুবাইর হতে শুদ্ধ প্রমাণিত, তিনি বলেন, (এই) ঈদের সুন্নত তিনটি; হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া, গোসল করা এবং বের হওয়ার পূর্বে খাওয়া।

❁ সুন্দরতম ও উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান।

ইবনে খুযাইমা তাঁর সহীহতে যাবের ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, নবী ﷺ এর একটি বিশেষ জুব্বা ছিল, যা তিনি দুই ঈদ ও জুমআর দিন ব্যবহার করতেন। বাইহাকী সহীহ সনদ দ্বারা বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে উমর ﷺ ঈদের দিন সুন্দরতম পোশাক পড়তেন। সুতরাং ঈদগাহে বের হওয়ার সময় পুরুষের উত্তম লেবাস পড়া উচিত। কিন্তু মহিলারা ঈদগাহে বের হলে সৌন্দর্য (প্রসাধন ও সাজগোজ প্রকাশ) ইত্যাদি থেকে দূরে থাকবে। যেহেতু গায়র মাহরাম (গম্য)পুরুষদের সামনে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করা হারাম। তদনুরূপ মহিলা ঈদগাহে বের হলে যেন কোন প্রকার সেন্ট্ বা সুগন্ধি-দ্রব্য ব্যবহার না করে এবং কোন পুরুষকে তার সৌন্দর্য ও সৌরভের ফিতনাজালে আবদ্ধ না করে। যেহেতু সে তো আল্লাহর ইবাদতের ও আনুগত্যের উদ্দেশ্যেই বের হয়, তাই পুরুষদের সামনে বেপর্দা, বিভিন্ন অলংকারে সুসজ্জিতা এবং সুবাসিনী হয়ে আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করা তার জন্য আদৌ সঙ্গত নয়।

❁ ৩ অথবা ৫ (বিজোড়) খেজুর খেয়ে ঈদগাহে যাওয়া।

ইমাম বুখারী আনাস ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন কয়েকটা খেজুর না খেয়ে বের হতেন না। অন্য এক শব্দে বলা হয়েছে, 'তিনি বিজোড় খেজুর খেতেন।'

✿ **সম্ভব হলে পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া।**

✿ **বাসা হতে বের হয়ে ঈদের নামায পড়া পর্যন্ত তকবীর পাঠ করা।**

(اَللهُ أَكْبَر اَللهُ أَكْبَر لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَاللهُ أَكْبَر، اَللهُ أَكْبَر وَلِلهِ الْحَمْد)

'আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, অলিল্লা-হিল হাম্‌দ।' পুরুষ উচ্চস্বরে (একাকী) পড়বেন।

✿ **মুসলমানদের জামাআতে ঈদগাহে ঈদের নামায আদায় করা এবং খোতবা শ্রবণ করা।**

ঈদের নামায সুন্নতে মুআক্কাদাহ হলেও শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ প্রভৃতি ওলামাগণ এই অভিমতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন যে, ঈদের নামায ওয়াজেব। কোন ওযর ছাড়া তা মাফ নয়। মহিলারাও মুসলিমদের সহিত ঈদগাহে উপস্থিত হবে। এমন কি ঋতুমতীরাও সেখানে হাজীর হবে। তবে নামাযের স্থান থেকে দূরে অবস্থান করবে।

✿ **যে পথ ধরে আপনি ঈদগাহে যাবেন, সে পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরে বাসায় ফিরা মুস্তাহাব।** যেহেতু ইমাম বুখারী তাঁর সহীহতে জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ ঈদের দিন রাস্তা পরিবর্তন করতেন।

✿ **ঈদের মুবারাকবাদ দেওয়া।** যেহেতু তা সাহাবা কর্তৃক প্রমাণিত আছে। যেমন তারা এক অপরকে বলতেন, 'তাক্বাব্বালাল্লাহু মিন্না অ মিনকুম অ আহা-লাল্লা-হু আলাইকুম।' অনুরূপ অন্যান্য মোবারকবাদীর বৈধ শব্দ দ্বারা একে অপরকে মোবারকবাদ দেওয়া যায়।

✿ **ভাই মুসলিম!** সেই সমস্ত ত্রুটি হতে দূরে থাকুন, যাতে বহু মানুষ আপতিত হয়ে থাকে। যেমন;

সমস্বরে মিলিত কন্ঠে জামাআতী তকবীর পাঠ। অথবা এক জনের সাথে সাথে তার অনুকরণে তকবীর পাঠ।

ঈদগাহে এবং পথে বেগানা নারী-পুরুষের একত্রে মিলামিশা অথবা মুসাফাহা করা।

ঈদের দিনগুলিতে অবৈধ কার্যকলাপ ও খেলা করা, যেমন, গানবাজনা শোনা বা করা, ফিল্ম্ দেখা, বেগানা (যাদের আপোষে বিবাহ বৈধ এমন) নারী-পুরুষের পরস্পর সাক্ষাৎ ও মিলামিশা করা ইত্যাদি।

✿ **প্রিয় ভাই!**

মুমিনের নিকট ঈদ আসে যাতে তার অন্তর-মন সেই সকল বিদ্বেষ ও ঈর্ষা থেকে মুক্ত হয়ে যায়, যা সে ইতিপূর্বে তার কোন মুসলিম ভায়ের প্রতি পোষণ করেছিল। সুতরাং ঈদ হল, মুসলমানদের আপোসে সম্প্রীতি ও একে অন্যের জন্য মন-প্রাণ পরিস্কার ও উদার করে দেওয়ার এক পরম অবকাশ।

✿ **পরিশেষে ঃ- ভাই মুসলিম!**

আপনি তাদের দলভুক্ত হবেন না, যারা রমযান বিদায় নিয়েছে এবং রোযার কষ্ট চলে গেছে বলে খুশী ও আনন্দ করছে। যেহেতু এ এক মহাভুল। কারণ মুমিনরা এই দিনে এই জন্য আনন্দিত হন যে, আল্লাহ পাক তাঁদেরকে রমযান মাস পূর্ণ করার এবং সমস্ত রোযা পালন করার তওফীক দিয়েছেন তাই।

মুসলিম ভাই! সৎ ও ইষ্টকর্ম যেমন জ্ঞাতিবন্ধন বজায় রাখা, নিকটাত্মীয়দের যিয়ারত করা, পরস্পর বিদ্বেষ, হিংসা ও ঘৃণা পোষণ হতে দূরে থাকা এবং এসব থেকে অন্তরকে নির্মল রাখা, এতিম, নিঃস্ব ও গরীবদের প্রতি সদয় হওয়া এবং তাদেরকে সাহায্য করা, তাদের অন্তরকে খুশী দ্বারা পরিপূর্ণ করা ইত্যাদি কর্মে যত্নবান হতে ভুল করবেন না।

যদি রোযা আপনার কাযা না থাকে, তাহলে সত্বর শওয়ালের ৬টি রোযা পালন করে নেবেন। যদি রোযা কাযা থাকে তবে তা আগে রেখে নিয়ে পরে শওয়ালের রোযা রাখুন। এতে আপনার জন্য সারা বছরে রোযা রাখার নেকী লাভ হবে।

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা যে, তিনি আমাদেরকে ও আপনাদেরকেও দোযখ হতে মুক্তি প্রাপ্তদের দলভুক্ত করুন। আমাদের ও আপনাদের রোযা ও তারাবীহ ইত্যাদি কবুল করুন এবং পুনঃপুনঃ বছরসমূহে তা আমাদের নিকট ফিরিয়ে দিন। আমীন।

অস্সাল্লাল্লা-হু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ, অ আলা আ-লিহী অসাহবিহী আজমাঈন।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

দাওয়াত অফিস আল-মাজমাআহ

দূরালাপ ঃ ০৬-৪৩২-৩৯৪৯

ফ্যাক্স ঃ ০৬-৪৩১-১৯৯৬